অমর একুশে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

৫২ বছর আগে ১৯৫২ সালের এই দিনটি বাঙালির রক্তে ভিজে জাতির জন্য একটি অনন্য দিবসের জন্ম দিয়েছিল। অর্ধ শতাব্দী সেই দিনটির প্রেরণায় পথ চলেছে গোটা জাতি। শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয়, যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদে একুশ এই জাতিকে সাহস যুগিয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের মুখোমুখি রাজনৈতিক অবস্থান ও সংঘাতের আশঙ্কায় গোটা জাতি সেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে দেশ ও জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে পালন করছে। আর এরই মধ্যে ভাষার অধিকারের জন্য বিশ্ব স্বীকৃতি পাওয়া একুশ এখন পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও।

বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্ব আজ মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় - মধ্যরাত ১২টা ১ মিনিটে সারা বাংলাদেশেই বেজে ওঠে অমর একুশের সেই করুণ সুর, গোটা জাতির দুঃখসুখের অমর সঙ্গীত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’।

মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল বাংলা মায়ের সূর্যসন্তান– রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বার। নিজেদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যারা নিজের মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মতো সাহস দেখিয়েছে দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে গভীর ভালোবাসায় গড়ে তোলা অসংখ্য শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যদিয়ে জাতি ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু বাংলাদেশ, বাঙালি বা সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের গর্বের বিষয় নয়। দিনটি এখন বিশ্ববাসীর। বাংলাদেশের প্রস্তাব এবং সেই প্রস্তাবে অনেকগুলো দেশের সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়। তাই আজ বাংলাদেশে যখন অমর একুশের ৫২তম বার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে, তখন বিশ্বের আরো প্রায় ২০০ দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে।